আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি

প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?

গবেষণা সিরিজ-১০

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ : আক্টোবর ২০০১
৬ষ্ঠ প্রকাশ : জানুয়ারী ২০২০

কম্পিউটার কম্পোজ
QRF

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৪৫

মিডিয়া প্লাস
কাটাবন, ঢাকা।

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সার সংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৭
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১১
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)	২৪
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	পড়ার সুরের শ্রেণীবিভাগ	২৬
৭	কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে Common sense	২৬
৮	আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়	৩১
৯	আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	৩২
১০	কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আল কুরআনের তথ্য	৩৬
১১	কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৪৭
১২	কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য	৪৭
১৩	কুরআনকে আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতি চালু হলে যে সকল কল্যাণ হবে	৬২
১৪	আল কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া সিদ্ধ হবে কিনা	৬৩
১৫	শেষ কথা	৬৪

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

পড়ার সুর দুই ধরনের- গানের সুর ও আবৃত্তির সুর। একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়াকে গানের সুরে পড়া এবং যেখানে যে ভাব আছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে পড়াকে আবৃত্তির সুরে পড়া বলে। যে গ্রন্থে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বক্তব্য আছে সে গ্রন্থ আবৃত্তির সুরে (ঢঙে) পড়তে হবে, এটি সহজ বোধগম্য একটি কথা। আর এর কারণ হলো, আবৃত্তি তথা যথাযথ ভাব প্রকাশ না করলে অর্থ পাল্টে যায় এবং ঐ বিষয়ে মনের ভাবের যথাযথ পরিবর্তন হয় না। আল কুরআনেবিভিন্ন ভাব (প্রশ্ন, আদেশ, ধমক, প্রার্থনা ইত্যাদি) প্রকাশক আয়াত আছে। তাই, সহজেই বলা যায় যে, কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে আবৃত্তি করে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রায় সকল মুসলিম কুরআন পড়েন গানের সুরে। এটি সঠিক হচ্ছে কি না তা এক বিরাট প্রশ্ন। কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের আলোকে এ বিষয়টি পুস্তিকাটিতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর সে পর্যালোচনায় যে তথ্য চূড়ান্তভাবে বের হয়ে এসেছে তা হলো- কুরআনকে পড়তে হবে যেখানে যে ভাব আছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তি করে।

চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মূল (১ম স্তরের মৌলিক) অধিকাংশ ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন

পদ্ধতির মৌলিক) এবং ২/১ অমৌলিক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ: এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮:২২, আন-নিসা/ ৪:৮০) আল্লাহ রাসূল (স.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা

লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ১৪.০১.২০০৪ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
১৪.০১.২০০৪ খ্রি.

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (স.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক

বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সূন্নাহ (হাদীস)

সূন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সূন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সূন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সূন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense (আকল, বিবেক, বোধশক্তি)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** নামক পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের পড়া দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো।

যুক্তি

মানব শরীরের ভিতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ জিবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা **(দারোয়ান)** সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা

বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রুগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভিতরে দারোয়ানের ন্যায় কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়- জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের ন্যায় কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া সেই মহাকল্যাণকর **দারোয়ান** হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আল্লাহ তা'য়ালা, জন্মগতভাবে সকল মানুষকে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। সে উৎসটিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহন করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense–এর জ্ঞানের আলোকে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের নিকট উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ

ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি থেকে জানা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন তাহলে প্রশ্ন আসে- শাহি দরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কিনা এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেয়া অপরাধ ইত্যাদি। এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানুষের নিকট থেকে সরাসরিভাবে তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

তাই, আয়াতখানির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অনুবাদ: (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না।

(আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া ৫খানি আয়াতের শেষটি। আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না/জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর

নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতখানির আলোকে বলা যায়- আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাহিরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ১নং তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ৩নং তথ্যের আয়াত ক'খানির মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরিভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৩

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (অন্যায়/ভুল ও ন্যায়/সঠিক পার্থক্য করার শক্তিকে) উৎকর্ষিত করল সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হলো।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা: ৮নং আয়াতখানির মাধ্যমে জানা যায়- মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ১নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যম মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা: উল্লিখিত আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: Common sense কে যথাযথভাব কাজে লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- এ ধরণের ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা কখনোই পারে না।

তথ্য-৫

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম **অথবা** Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো **অথবা** ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বোঝা যায়, Common sense-কে যথাযথভাবে

ব্যবহার না করা দোযখে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: অব্যবহিত পূর্বের আয়াত তিনখানির আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদ: *ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি 'আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন-* আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের হাদীস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (আবূ হুরায়রা রা.-এর হাদীস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির 'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে' কথাটির ব্যাখ্যা হলো- সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়- সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসখানির 'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে' অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুক ইহুদী খ্রিস্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসখানির

এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তীত হয়ে যায়। আর তাই এ হাদীস অনুযায়ী- Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا الزُّبَيْرُ أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِكْرَزٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي جُلَسَاؤُهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ عَنْ وَابِصَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ عَفَّانُ: حَدَّثَنِي ... ... فَقَالَ: يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ أَمْ تَسْأَلُنِي؟ قُلْتُ: لَا، بَلْ أَخْبِرْنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: نَعَمْ، فَجَمَعَ أَنَامِلَهُ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِنَّ فِي صَدْرِي، وَيَقُولُ: يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ.

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.), ওয়াবেসা (রা)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আফফান থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* ওয়াবেসা (রা.) বলেন -... ... ... এরপর রাসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রাসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বালব (মন) ও নফসের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন -যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রইনের অগ্রভাগে থাকা মনে) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ ইমাম 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রি.) مُسْنَدُ حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (শামের সাহাবীদের হাদীস) الشَّامِيِّينَ (য়াবেসা বিন মা'বাদ'র হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২৯, পৃ. ৫৬৫।

ব্যাখ্যা: নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসখানি থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসখানির 'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে' বক্তব্যের মাধ্যমে রাসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যতো বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসখানির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শাক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ: *ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রাসূল (স.) বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুন:জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল ! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দিবে।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, মুসনাদে আহমাদ, تتمة مسند الأنصار (আনসারী সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ

الْبَاهِلِيِّ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ: ابْنُ وَهْبٍ الْبَاهِلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আবূ উমামা আল-বাহেলী-এর হাদীস), ১২শ খণ্ড, হাদীস নং ২২০৬৬, পৃ. ৪৩৮।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির 'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দিবে' অংশ থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো- Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসখানির 'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মন কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শাক্তি/উৎস।

সম্মিলিতি শিক্ষা: হাদীস তিনখানিসহ আরো হাদীস থেকে সহজে জানা যায়- Common sense, আকল, বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের একটি সাধারণ বা অপ্রমাণিত উৎস।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ... ... ...

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াত বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী মণীষী বলতে কুরআন, সূন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনীর ভিত্তিতে জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস (Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি) উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বোঝায়। আর কিয়াস হলো- কুরআন ও সূন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সূন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে যে কোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার আলোকে পরিচালিত গবেষণার ফল। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারো গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যমূল। তাই সহজে বলা যায়- কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সূন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/(নীতিমালা)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি/(নীতিমালা) মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্রটি/(নীতিমালা)' নামক বইটিতে।

প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

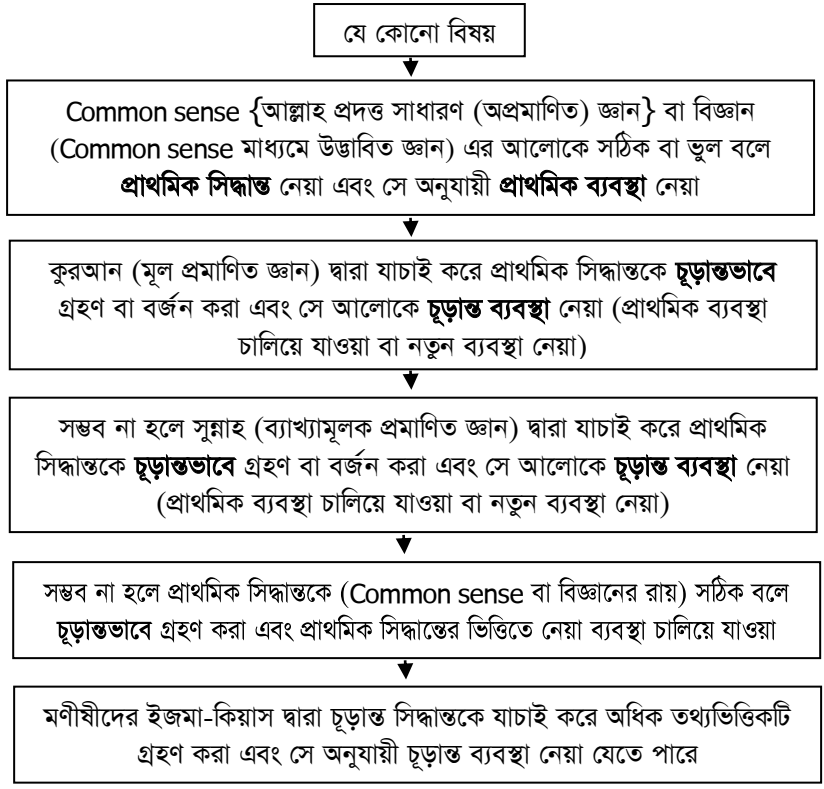

মূল বিষয়

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মুসলমান কুরআন পড়ে ভাব প্রকাশ না করে সুর দিয়ে। এ পদ্ধতিটা ব্যাপকভাবে চালু হওয়ার কারণ হলো তারা কোনোভাবে জানেন যে- ঐ পদ্ধতিতে কুরআন পড়তে আল-কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছে। পদ্ধতিটা এমন যে- অর্থ ছাড়া বা না বুঝে কুরআন পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। কুরআন পড়ার এ পদ্ধতির সঙ্গে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী কথাটি ইসলামসম্মত বলে চালু থাকার দরুন অধিকাংশ মুসলিম অর্থছাড়া কুরআন পড়ছে। তাই, কুরআন পড়েও তারা কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে।

কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলিমের ১নং কাজ বা সবচেয়ে বড় ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আর কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা ইবলিস শয়তানের ১নং কাজ তথা সকল মুসলিমের জন্যে সবচেয়ে বড় গুনাহের কাজ। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে মুমিনের ১ নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে। তাই সহজেই বলা যায়, কুরআনের বর্তমান পঠন পদ্ধতি ও অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী কথাটি কুরআনের জ্ঞান থেকে মুসলমানদের দূরে রাখতে অর্থাৎ ইবলিসকে তার ১ নং কাজে সফল হতে দারুণভাবে সাহায্য করছে।

অর্থ না বুঝে কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী কথাটি কুরআন ও হাদীসে সরাসরি কোথাও নেই। এটি একটি দুর্বল হাদীসের অসতর্ক ব্যাখ্যা, যা কুরআন, অনেকগুলো শক্তিশালী হাদীস ও Common sense বিরোধী। বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব? (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বইটিতে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense অনুসন্ধান করে দেখা যে- সেখানে আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কী কী নির্দেশনা আছে। তারপর সে আলোকে যাচাই করে দেখা যে অধিকাংশ মুসলিম যে পদ্ধতিতে কুরআন পড়ছে তা সঠিক তথা কুরআন, হাদীস ও Common sense ভিত্তিক কিনা?

পড়ার সুরের শ্রেণীবিভাগ

পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টি বুঝা সহজ হবে যদি পড়ার সুরের শ্রেণীবিভাগটি আগে জেনে ও বুঝে নেয়া যায়। পড়ার সুর প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত -

ক. গানের সুর
খ. আবৃত্তির সুর।

গানের সুরের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য

১. ভাব প্রকাশ না করে সুর করে পড়া যায়
২. সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক থাকে
৩. অর্থ না বুঝেও সুর দেয়া যায়

এ ধরনের সুর করেই বর্তমানে প্রায় সব মুসলিম আল-কুরআন পড়ে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব মুসলিম গানের সুরে আল-কুরআন পড়ে।

আবৃত্তির সুরের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য

১. বক্তব্যের ধরনের উপর ভিত্তি করে সুরের ধরন পরিবর্তন হয়
২. বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব সুরের গুরুত্বের চেয়ে অনেক বেশি
৩. অর্থ না জানা থাকলে এ সুর দেয়া অসম্ভব বা কঠিন

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে Common sense

জ্ঞানের যে উৎসটি মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন এবং যেটি যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে বলে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন (ইউনুস/১০ : ১০০), সে উৎসটি হলো Common sense । এখন আমরা সকলের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকা এ উৎসটির মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াতের সুর কি হতে পারে তা পর্যালোচনা করাবো। Common sense-এর যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ধারণা পাওয়া যায় তা হলো-

দৃষ্টিকোণ-১

❑ বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বাক্য থাকা গ্রন্থ পড়ার দৃষ্টিকোণ

একটি গ্রন্থে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী (আদেশ, প্রশ্ন, ধমক, বিনয়, প্রার্থনা ইত্যাদি) বাক্য থাকলে ঐ গ্রন্থে যেখানে যে ভাব আছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির করে না পড়া Common sense বিরোধী কাজ। আল কুরআনে বিভিন্ন ভাব প্রকাশকারী বাক্য (আয়াত) আছে। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়- আল কুরআন পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে।

দৃষ্টিকোণ-২

❑ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার দৃষ্টিকোণ

শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন পড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া। যেমন- قُلْ অর্থ বলো এবং كُلْ অর্থ খাও। ভাব প্রকাশ না করে সঠিক উচ্চারণে কুরআন পড়লেও অর্থ পাল্টে যায় তথা শুদ্ধ উচ্চারণের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। যেমন-

উদাহরণ-১

'আপনি যাবেন না'- এ বাক্যটি যদি ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয়, তবে তার অর্থ হবে- কাউকে যেতে নিষেধ করা। আর যদি ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে বাক্যটির অর্থ হবে- কাউকে যাওয়ার জন্য জোর দিয়ে বলা।

উদাহরণ-২

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِىْ رَبًّا ....

অনুবাদ: বলো আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোনো প্রতিপালক অনুসন্ধান করবো? ... ...

(আন-আম/৬ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতটি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ না করে পড়া হয় তবে তার অর্থ দাঁড়াবে কারো নিকট জানতে চাওয়া যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য রব অনুসন্ধান করবে কি না। আর সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়লে তার অর্থ দাঁড়াবে- আমি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো রব কখনই অনুসন্ধান করবো না।

উদাহরণ-৩

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ .

অনুবাদ: আল্লাহ্ কি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

(ত্বীন/ ৯৫ : ৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানি যদি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া না হয়, তবে তার অর্থ দাঁড়াবে- জানতে চাওয়া কে সব থেকে বড় বিচারক, আল্লাহ্ না অন্য কেউ। আর যদি আয়াতটি সঠিক ভাব প্রকাশ করে পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যে, আল্লাহই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

উদাহরণ-৪

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .

অনুবাদ: আমাদের স্থায়ীভাবে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

(ফাতেহা/১ : ৫)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহর নিকট একটি প্রার্থনা। তাই আয়াতটি কোমল, বিনয় ও প্রার্থনার সুরে পড়তে হবে। কেউ যদি আয়াতটি আদেশের সুরে পড়ে তবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে- আল্লাহকে আদেশ করা তাকে সঠিক পথ দেখাতে। এটা গুনাহের কাজ হবে।

উদাহরণ-৫

قِيْلَ ادْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অনুবাদ: তাদের বলা হবে জাহান্নামের দরজাগুলোতে প্রবেশ করো, তাতে স্থায়ীভাবে থাকো, সুতরাং কতই না নিকৃষ্ট, অহংকারকারীদের বাসস্থান।

(যুমার/৩৯ : ৭২)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে কাফেররা দোযখের গেটে পৌঁছালে গেটের পাহারাদার ফেরেশতারা শেষ পর্যায়ে যা বলবে তা জানানো হয়েছে। ফেরেশতারা কাফেরদের দোযখে প্রবেশ করার এবং সেখানে চিরকাল থাকার কথা বলবে। পরকালে কাফেরদের সঙ্গে সব সময় কঠোর ব্যবহার করা হবে। কোনো সময় কোমল ব্যবহার করা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতাদের কথাগুলো হবে আদেশ ও ধমকের সুরে। সুতরাং আয়াতটি তেলাওয়াত করার সময় আদেশ ও ধমকের ভাব প্রকাশ না করে কোমল ও বিনয়ের ভাব প্রকাশ করলে পরকালের অবস্থা যথাযথভাবে প্রকাশ পাবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল কুরআন যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

দৃষ্টিকোণ-৩

- ❑ **মনের অবস্থার (বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভুতি ইত্যাদি) যথাযথ পরিবর্তন হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

কবি নজরুল ইসলামের বিপ্লবী কবিতা ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়লে বা পড়া শুনলে মনের অবস্থা তথা মনের বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভুতি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় ফলে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর ঐ কবিতা একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। তাই, কুরআন ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়লে বা পড়া শুনলে কুরআনের বক্তব্যের প্রতি মনের বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভুতি ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ঘুম ভেঙ্গে যায়। আর একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। তাই, Common sense-এর, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আল কুরআন যথাযথ ভাব প্রকাশ করে সুর করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।

দৃষ্টিকোণ-৪

❑ কুরআন নাযিলের পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ

কুরআন নাযিল হয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বক্তব্যের আকারে। তাই, কুরআনের পঠন পদ্ধতির ধরন হবে বক্তব্য প্রদানের মতো তথা ভাব প্রকাশ করে উপস্থাপন করার মত। গানের মতো তথা একই ভঙ্গতি সুর করে পড়ার মত নয়।

দৃষ্টিকোণ-৫

❑ ভাষার সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ

ভাষার সংজ্ঞা হলো- মনের ভাব প্রকাশ করা। শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা নয়। তাই, বিভিন্ন ভাবের বক্তব্য ধারনকারী গ্রন্থ কুরআন পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশক সুর দিয়ে। একই ভঙ্গীতে সুর করে নয়।

দৃষ্টিকোণ-৬

❑ বিভিন্ন ভাষার অক্ষর, উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশের দৃষ্টিকোণ

বিভিন্ন ভাষার অক্ষর ও উচ্চারণ ভিন্ন কিন্তু ভাব প্রকাশের ধরন অভিন্ন। এ তথ্যের আলোকে সহজে বলা যায়- কথা বলা ও পড়ার সময় উচ্চারণের তুলনায় ভাব প্রকাশ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই, এ তথ্যের আলোকেও সহজে বলা যায়- বিভিন্ন ভাবের বক্তব্য ধারনকারী গ্রন্থ কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে উচ্চারণের তুলনায় যথাযথ ভাব প্রকাশ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টিকোণ-৭

❑ আরবীসহ কোনো ভাষার একটি এলাকার উচ্চারণে ঐ ভাষার সকল মানুষের কথা না বলার দৃষ্টিকোণ

আরবীসহ কোনো ভাষার একটি এলাকার উচ্চারণে ঐ ভাষার সকল মানুষেরা কথা বলে না। কারণ, এটি আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (প্রোগ্রাম/কদর/তাকদীর) বিরুদ্ধ। কুরআন পাঠের প্রচলিত আরবী উচ্চারণে কথা বলে শুধু কুরাইশ বংশের মানুষ। তাই, পৃথিবীর অনারব ও আরব সকল দেশের মুসলিমদের প্রচলিত আরবী উচ্চারণ তথা কোরাইশী উচ্চারণে কুরআন পড়া আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন (প্রোগ্রাম/কদর/তাকদীর) বিরুদ্ধ।

দৃষ্টিকোণ-৮

❑ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা শিখে কথা বলার দৃষ্টিকোণ

একজন ইংরেজ বা আরব বাংলা শিখে কথা বলার সময় উচ্চারণে অনেক ভুল করে। এতে বাংলাদেশীরা অখুশী হয় না বরং খুশী হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বলা যায়- একজন অনারব আরবী শিখে কুরআন পড়ার সময়, উচ্চারণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল করলে আল্লাহ তা'য়ালা অবশ্যই অখুশী হবেননা।

দৃষ্টিকোণ-৯

❑ উচ্চারণ সঠিক না হলেও পুরো বাক্য পড়লে বা শুনলে অর্থ বোঝা যাওয়ার দৃষ্টিকোণ

উচ্চারণ সঠিক না হলেও পুরো বাক্য পড়লে বা শুনলে বাক্যটির অর্থ বোঝা যায়। আবার শব্দের অর্থ জানা থাকলে উচ্চারণে কিছু ভুল থাকলেও পুরো আয়াত পড়লে বা শুনলে আয়াতখানির অর্থ বোঝা যায়।

দৃষ্টিকোণ-১০

❑ মুখে উচ্চারণ না করেও মনের কথা প্রকাশ করতে পারার দৃষ্টিকোণ

মুখে কথা না বলেও অঙ্গ-ভঙ্গির (Body Language) মাধ্যমে মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব। যেমন- মূকাভিনয়। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও উচ্চারণের তুলনায় ভাব প্রকাশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দৃষ্টিকোণ-১১

❑ মু'মিনের জীবন ব্যর্থ হওয়া এবং শয়তানকে ব্যাপক সহায়তার দৃষ্টিকোণ

মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে ইসলাম পালন করে দুনিয়া ও পরকালিন জীবনে সফল হতে চায়। আর শয়তান হলো সেই সত্তা যে মু'মিনের উভয় জীবনকে ব্যর্থ করে দিতে চায়।

কুরআনের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ
২. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৩. ইসলামের সকল ১ম স্তরের মৌলিক (মূল) ও ২য় স্তরের মৌলিক (১ম স্তরের মৌলিকের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলকি বিষয়) এবং ১টি মাত্র অমৌলিক বিষয় (তাহাজ্জুদের সালাত) কুরআনে উল্লিখিত আছে
৪. কলেবর, হাদীস ও ফিকহ গ্রন্থের চেয়ে অনেক ছোট।

তাই, কুরআন পড়ে যতো সহজে, কম সময়ে এবং নির্ভুলভাবে ইসলামের সকল প্রথম ও ২য় স্তরের মৌলিক বিষয় জানা যায় এবং ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় হাদীস, ফিকহ বা অন্যগ্রন্থ পড়ে তা মোটেই সম্ভব নয়।

কুরআন তিলাওয়াতের গানের সুরের (প্রচলিত সুর) বৈশিষ্ট্য হলো-

১. সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক
২. অর্থ না জেনেও কুরআন পড়তে অসুবিধা হয় না
৩. উচ্চারণ শুদ্ধ থাকলেও যথাযথ ভাব প্রকাশ না হওয়ায় অর্থ পাল্টে যায়

৪. অর্থ না বুঝে এ সুরে কুরআন পড়লে, সুরের কারণে মনের অবস্থার (বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভুতি ইত্যাদি) তেমন পরিবর্তন হয় না বা সামান্য পরিবর্তন হলেও তা অর্থবহ হয় না

৫. অর্থ বুঝেও এ সুরে কুরআন পড়লে মনের অবস্থার যথাযথ পরিবর্তন হয় না।

অন্যদিক আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হলো-

১. সুরের গুরুত্বের চেয়ে বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব অধিক
২. এ সুর প্রয়োগ করার জন্য অর্থ বুঝতে হয়
৩. উচ্চারণে কিছু ভুল হলেও অর্থ বুঝা যায়
৪. মনের আবেগ, অনুভুতি, ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদির যথাযথ পরিবর্তন হয়।

তাই সহজে বলা যায়- আবৃত্তির সুরে কুরআন পঠন- মু'মিনকে দুনিয়া ও পরকালিন জীবনে সফল হতে সহায়তা করে। আর গানের সুরে কুরআন পঠন- মু'মিনের উভয় জীবন ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য শয়তানকে দারুনভাবে সহায়তা করে। তাই, কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়।

দৃষ্টিকোণ-১২

❑ ভাষার লিখিত রূপ সকল এলাকায় অভিন্ন হওয়ার দৃষ্টিকোণ

একটি ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন এলাকার মানুষের উচ্চারণ ভিন্ন কিন্তু অক্ষরের লিখিত রূপ সকল এলাকায় অভিন্ন থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়- পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার দেশ বা একই ভাষার দেশের বিভিন্ন এলাকায়, কুরআন পাঠের উচ্চারণ ভিন্ন হলেও কুরআনের লিখিত রূপ সকল এলাকায় অভিন্ন থাকবে।

♦♦ এ সকল দৃষ্টিকোণের উদাহরণের ভিত্তিতে, Common sense-এর আলোকে অতি সহজে বলা যায় যে-

- আল কুরআন পাঠ করতে হবে সঠিক ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়
- অর্থ জানার চেষ্টা না করে এক বিশেষ আরব এলাকার নিখুঁত উচ্চারণ শিখতে শিখতে জীবন কাটিয়ে দেয়া অবশ্যই সঠিক নয়।

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়

পৃষ্ঠা নং ২৪-এ উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র/নীতিমালা অনুযায়ী একটি বিষয় সম্পর্কে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায় যে, আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো-

- আল কুরআন পাঠ করতে হবে সঠিক ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা একই ভঙ্গিতে তথা গানের সুরে নয়
- অর্থ জানার চেষ্টা না করে এক বিশেষ ধরনের নিখুঁত উচ্চারণ শিখতে শিখতে জীবন কাটিয়ে দেয়া অবশ্যই সঠিক নয়।

আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে

কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে বর্তমান মুসলিম জাতি ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় উপস্থিত থাকা প্রকৃত তথ্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। এ কারণে, বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদ: প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see। এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য তথ্য।

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াত অনুযায়ী- একটি বিষয় সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে- কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কী? না তা নেই। তবে Common sense নামক জ্ঞানের উৎসটিকে জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালা দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো। যেমন- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়। এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

অনুবাদ: আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

অন্যদিকে Common sense-কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কিভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদ: তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতো যা দ্বারা (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতো যা দ্বারা শুনতে পারতো (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)।

(হজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense, দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic channel দেখা
- Discovery channel দেখা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا .....

অনুবাদ: হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (উৎকর্ষিত করে) দিবেন ... ...

(আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. কুরআন, সুন্নাহ অধ্যয়ন করা
২. দেশ ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা।

তাই, এ আয়াতখানির প্রকৃত বক্তব্য হলো- উপরে উল্লিখিত উপায়সমুহে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়।

উল্লিখিত আয়াতসূহের আলোকে তাই বলা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে Common sense-কে যত উৎকর্ষিত করা যাবে কুরআন (ও সুন্নাহ) ততো ভালো বুঝা ও ব্যাখ্যা করা যাবে।

আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে Common sense ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় আমাদের মাথায় আছে। তাই, এখন আমাদের পক্ষে আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনে (ও হাদীস) থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু'একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। কুরআনের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি (Principle) অবশ্যই জানতে হবে। কোনো ব্যক্তির কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও তার যদি কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি জানা না থাকে তবে সে কুরআনের অনেক বিষয়ে ইসলামের সঠিক রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন একজন সার্জারী চিকিৎসকের সার্জারীর অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারীর মূলনীতি (Principle of Surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি

কুরআনে থাকা তথ্য পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান কালের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ের

তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। আমাদের গবেষণা মতে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে সে মূল নীতিসমূহ হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, বিজ্ঞান বা অন্য যাই হোক না কেন
৫. ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়ে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা
৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞানের সাথে বাকি ৭টি মূলনীতির সম্পর্ক হলো-

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও গ্রামারেরও ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) বইটিতে।

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায় (Common sense রায়) এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি এখন আমাদের মাথায় আছে। চলুন এখন, কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আল কুরআনে কি কি তথ্য আছে তা খোঁজা যাক-

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে আল কুরআনের তথ্য

তথ্য-১

কুরআন অনুযায়ী মু'মিনের ১নং কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা এবং শয়তানের ১নং কাজ হলো- কুরআনের জ্ঞান থেকে মানুষকে দূরে রাখা। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা আছে- 'মু'মিনের ১নং কাজ ও শয়তানের ১নং কাজ' (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলিত সুর তথা গানের সুরের বৈশিষ্ট হলো-

১. সুরের গুরুত্ব বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বের সমান বা অধিক
২. অর্থ না জেনেও কুরআন পড়তে অসুবিধা হয় না
৩. উচ্চারণ শুদ্ধ থাকলেও অর্থ পাল্টে যায়
৪. অর্থ না বুঝে এ সুরে কুরআন পড়লে, সুরের কারণ মনের অবস্থার (বিশ্বাস, ভক্তি, আবেগ, অনুভুতি ইত্যাদি) সামান্য পরিবর্তন হলেও তা অর্থহীন
৫. অর্থ বুঝেও এ সুরে কুরআন পড়লে মনের অবস্থার যথাযথ পরিবর্তন হয় না।

অন্যদিক আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াতের বৈশিষ্ট হলো-

১. বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব সুরের গুরুত্বের চেয়ে অধিক
২. অর্থ না জেনে এ সুর প্রয়োগ করা অসম্ভব বা কঠিন
৩. উচ্চারণে কিছু ভুল হলেও অর্থ বুঝা যায়
৪. মনের আবেগ, অনুভুতি, ভক্তি, বিশ্বাস ইত্যাদির যথাযথ পরিবর্তন হয়।

তাই সহজে বলা যায়- আবৃত্তির সুরে কুরআন অধ্যয়ন মু'মিনকে দুনিয়া ও পরকালিন জীবনে সফল হতে সহায়তা করে। গানের সুরে কুরআন পড়া মু'মিনের উভয় জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য শয়তানকে দারুনভাবে সহায়তা করে। আর তাই, কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে নয়।

তথ্য-২

আল-কুরআন পাঠ করার নির্দেশ দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে সর্বসাকুল্যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। শব্দ তিনটি হচ্ছে-

- ইকরা (اِقْرَأْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি قِرَائَة শব্দ থেকে।
- উতলু (اُتْلُ)। এ শব্দটির উৎপত্তি তিলাওয়াত تِلَاوَة শব্দ থকে।
- রাত্তিল (رَتِّلْ)। এ শব্দটির উৎপত্তি تَرْتِيْل (তারতীল) শব্দ থেকে।

তাই, আল কুরআনের সঠিক পঠন পদ্ধতি হবে এ তিনটি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ যে পদ্ধতি বুঝিয়েছেন, সেটি।

Milton Cowan সম্পাদিত মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ (A Dictionary of Modern Written Arabic) হচ্ছে আরবী ভাষায় একটি বিখ্যাত অভিধান। সেই অভিধানে ঐ তিনটি শব্দের উল্লিখিত অর্থ হলো-

কিরাআত (قِرَائَة)

- to declaim- বক্তৃতা বা আবৃত্তির ঢঙে কথা বলা, বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা
- to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা
- to pursue- মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করা, পর্যবেক্ষণ করা, শিক্ষা দেয়া
- to study- অধ্যয়ন করা, বিচার-বিবেচনা করা, জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের জন্যে মনোনিবেশ করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা, উদ্ভাবন করা, কাম্য বস্তুর জন্যে মনোযোগ সহকারে সাধনা করা, ধ্যান করা, চিন্তা-ভাবনা করা
- to search- সন্ধান করা, গভীরভাবে পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, তন্নতন্ন করে খোঁজা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে কিরআত (قِرَائَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো বুঝে বুঝে মনোযোগ সহকারে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে শব্দটির যে অর্থটা কোনোভাবেই হয় না তা হলো- একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

তিলাওয়াত (تِلَاوَة)

- to read- পাঠ করা, উপলব্ধি করা, নির্ণয় করা, অর্থ উদ্ধার করা, বুঝতে পারা
- to read out loud- উচ্চ:স্বরে পাঠ করা
- to recite- আবৃত্তি করা
- to follow- অনুসরণ করা, মেনে চলা, বুঝতে পারা
- to ensue- অনুসরণ করা
- to Succeed- উত্তরাধিকারী হওয়া, উন্নতি লাভ করা।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে দিক থেকে তিলাওয়াত (تِلَاوَة) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো- বুঝে বুঝে আবৃত্তি করা। আর আভিধানিক দিক থেকে এ শব্দটির যে অর্থ কোনোভাবেই হয় না তা হলো- একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া।

রাতালা (رَتَّلَ)

تَرْتِيْل (তারতীল) শব্দ থেকে রাত্তিল رَتِّلْ শব্দটির উৎপত্তি। এ শব্দটি কুরআনে এসেছে সূরা ফুরকানের ৩২ নং এবং সূরা মুযযাম্মিলের ৪ নং আয়াতে। আরবী অভিধানে رَتَّلَ শব্দের যে অর্থগুলো পাওয়া যায় তা হলো-

- to be tidy- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি, যথাযথভাবে সাজানো
- to be neat- সুরুচি সম্পন্ন, চমৎকার, খাঁটি, অবিমিশ্র, যথাযথ, দক্ষ, ফিটফাট, ছিমছাম
- to be well ordered- সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, নির্ভুল হওয়া
- to be reguler- নিয়মানুগ হওয়া, আইনানুগ হওয়া, প্রথানুগ হওয়া
- to praise elegantly- পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুরুচিপূর্ণ, আড়ম্বরপূর্ণ বা চমৎকারভাবে প্রশংসা করা
- Recite in a singsong recitation- সুর করে আবৃত্তি করা।
- To hymn- স্তুতি গান গাওয়া।

তাহলে আভিধানিক দিক থেকে রাতালা (رتل) শব্দের পঠন পদ্ধতি বিষয়ক অর্থ হলো- যথাযথভাবে বা নিয়মানুগভাবে সুর করে আবৃত্তি করা। অর্থাৎ যথাযথ আবৃত্তির সুরে পড়া।

♣♣ সুতরাং দেখা যায় আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী হবে, তা জানানোর জন্যে মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন, আভিধানিক দিক থেকে তার যে সব অর্থ হয় তা হলো-

১. আবৃত্তির ঢঙ্গে কথা বলা, অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে কথা বলার ঢঙ্গে পড়া
২. সাধারণভাবে আবৃত্তি করে পড়া, অর্থাৎ সাধারণভাবে ভাব প্রকাশ করে পড়া
৩. যথাযথভাবে ভাব প্রকাশসহ সুর করে পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া।

তাই, আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী হবে, তা জানানোর জন্যে মহান আল্লাহ যে তিনটি শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন, তার আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের পঠন পদ্ধতি কোনোভাবেই একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়া তথা গানের সুরে পড়া হয় না। বরং তা হয়- যথাযথভাবে ভাব প্রকাশসহ পড়া অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে পড়া।

তথ্য-৩

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

অনুবাদ: আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে তারাই শুধু তাতে ঈমান রাখে; আর যারা তা অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(আল-বাকারা/২ : ১২১)

ব্যাখ্যা: কুরআন আল্লাহর কিতাব। তাই, আয়াতখানির প্রথমাংশের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- যারা 'হক' আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারাই শুধু কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে। কিন্তু আল কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেছেন, তাঁর নির্দেশিত কোনো কাজ সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে করলে গুনাহ হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশিমনে করলে কুফরী ধরণের কবীরা গুনাহ হবে। তাই আয়াতখানির প্রথমাংশের আলোকে স্পষ্টভাবে বলা যায় যে- যারা **ইচ্ছাকৃতভাবে** হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। তথ্যটি আরো শক্তিশালী করার জন্যে আয়াতখানির শেষাংশের মাধ্যমে সরাসরি জানিয়ে দেয়া হয়েছে

যারা হক আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত তথা বড় গুনাহগার।

যেকোনো ব্যবহারিক গ্রন্থ পড়ার প্রধান ৪টি হক হলো-

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া
২. অর্থ বুঝা বা তার জ্ঞান অর্জন করা
৩. গ্রন্থের বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা। অর্থাৎ আমল করা
৪. অন্য মানুষের নিকট সে জ্ঞান পৌঁছে দেয়া। অর্থাৎ তার দাওয়াত দেয়া।

পড়ার এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো সঠিক অর্থ বোঝা। কারণ-

- অর্থ পাল্টে যায় বলেই সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়তে হয়
- অর্থ না জানলে আমল করা সম্ভব নয়
- অর্থ না জানলে সে জ্ঞান অন্যকে জানানো সম্ভব নয়
- পড়ার মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সে উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জিত হওয়া।

তাই, পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক (Applied) গ্রন্থ আল-কুরআন পড়ারও প্রধান ৪টি হক হবে-

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া
২. অর্থ বুঝে পড়ার মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা
৩. কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা
৪. দাওয়াতের মাধ্যমে অন্য মানুষের নিকট কুরআনের জ্ঞান পৌঁছে দেয়া।

আর কুরআন তিলাওয়াতের এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো সঠিক অর্থ বোঝা বা প্রকাশ পাওয়া। কারণ-

- অর্থ পাল্টে যায় বলেই সঠিক পঠন পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়
- অর্থ না জানলে কুরআন অনুযায়ী আমল করা সম্ভব নয়
- অর্থ না জানলে কুরআনের জ্ঞান অন্যকে জানানো তথা দাওয়াত দেয়া সম্ভব নয়
- কুরআন তিলাওয়াতের মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। সে উদ্দেশ্য হলো কুরআনে সঠিক জ্ঞান অর্জিত হওয়া।

তাহলে আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী- যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তথা কোনো ওজর ব্যতীত উপরের ৪টি হকের একটিও অমান্য করে কুরআন তিলাওয়াত করে তারা কুরআনে বিশ্বাস করে না। তাই, অন্য তিনটি হকের ন্যায় সঠিক পঠন পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

পঠন পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ হলো-

১. উচ্চারণ
২. ভাব প্রকাশ
৩. সুর
৪. সঠিক স্থানে থামা
৫. সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেয়া।

পঠন পদ্ধতির উল্লিখিত ৫টি দিকের পর্যালোচনা-

১. উচ্চারণ

এটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো- উচ্চারণ সঠিক না হলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

২. ভাব প্রকাশ

সঠিক ভাব প্রকাশ না হলে উচ্চারণ সঠিক হলেও অর্থ পাল্টে যায়। বিষয়টি নিয়ে উপ-পরিচ্ছেদের আকল বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. সুর

সুর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো এটি মানুষের মনের আবেগের (ঈমান, ভক্তি, ভালোবাসা, উদ্দীপনা, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি) পরিবর্তন ঘটায়। আবেগ পরিবর্তন হওয়ার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গান ও আবৃত্তির সুরের অবস্থান-

- অর্থ জানা থাকার দৃষ্টিকোণ
  গানের সুর অর্থ জানা ছাড়াও প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু আবৃত্তির সুর অর্থ জানা না থাকলে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়
- অর্থ বুঝে প্রদেয় গানের সুরে মনের আবেগের পরিবর্তন হলেও সেটি আবৃত্তির সুরের পরিবর্তনের তুলনায় অনেক কম। এর সহজ উদাহরণ হলো কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা। এ কবিতা গানের সুরে পড়লে মানুষ ঘুমিয়ে যায়। আর আবৃত্তির সুরে পড়লে মানুষের ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং রক্ত গরম হয়ে উঠে।
- অর্থ না বুঝে প্রদেয় গানের সুরে মনের আবেগের কিছু পরিবর্তন হলেও সে পরিবর্তন অর্থবহ হয় না।

৪. সঠিক স্থানে থামা

এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো- সঠিক স্থানে বিরতি না দিলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা সকল ভাষার জন্যেই প্রযোজ্য।

৫. সঠিক স্থানে সঠিক পরিমাণে টান দেয়া

এটা আরবী ভাষার বেলায় প্রযোজ্য। এক আলিফ টানের স্থানে সঠিক পরিমাণ টান না দিলে অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। আর তিন বা চার আলিফ টান শুধু পাঠকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার জন্য।

♣♣ পঠন পদ্ধতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়-

- যথাযথ ভাব প্রকাশিত না হলে শুদ্ধ উচ্চারণসহ পঠন পদ্ধতির অন্যান্য দিকগুলোর উদ্দেশ্য (কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জিত হওয়ার বিষয়টি) ব্যর্থ হয়ে যায়
- সঠিক ভাব প্রকাশের গুরুত্ব সঠিক উচ্চারণের গুরুত্বের তুলনায় অনেক বেশি।

তাই আলোচ্য আয়াতখানির আলোকে সহজে বলা যায়-

- কুরআনকে যথাযথ ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে হবে।
- ইচ্ছাকৃতভাবে তথা কোনো ওজর ব্যতীত আবৃত্তির সুরে কুরআন তিলাওয়াত না করা তথা গানের সুরে পড়া কুফরী ধরনের গুনাহ।

তথ্য-৪

وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا.

অনুবাদ: আর যখন তাঁর আয়াত তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

(আনফাল/৮ : ২)

ব্যাখ্যা: ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই, মহান আল্লাহ্ এখানে বলেছেন- প্রকৃত মু'মিনদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করলে তাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস বেড়ে যায়। একটি গ্রন্থের পড়া শুনে যদি শ্রবণকারীর জ্ঞান এবং বিশ্বাস বাড়ে, তবে ঐ গ্রন্থ পড়লে পাঠকারীর জ্ঞান এবং বিশ্বাসও অবশ্যই বাড়বে।

তাই, এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বলা যায়-

১. কুরআনের পঠন পদ্ধতি গানের সুর হবে না। কারণ-

- গানের সুর অর্থ না জেনেও প্রয়োগ করা যায়। তাই, যারা অর্থ না জেনে গানের সুরে কুরআন পড়ে তাদের জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুভুতি ইত্যাদি বাড়ে না
- অর্থ জানা থাকলেও গানের সুরে পড়লে আবৃত্তির সুরের তুলনায় মনের আবেগ-অনুভুতির পরিবর্তন কম হয়।

২. কুরআন পঠন পদ্ধতি হবে আবৃত্তির সুর। কারণ-

- আবৃত্তির সুর প্রয়োগ করতে হলে অর্থ বুঝতে হয়।
- এ সুরে যথাযথ ভাব প্রকাশ করতে হয়। তাই এটিতে জ্ঞান ও মনের আবেগ তথা বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, অনুভুতি ইত্যাদি যথাযথ মানে বৃদ্ধি পায়।

তথ্য-৫

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

অনুবাদ: যখন কুরআন পাঠ (শুরু) করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

(আন নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ সালাত, সিয়াম বা অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে উপদেশও দেননি। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে আদেশ দিয়েছেন। এ তথ্য জানার পরও কেউ যদি কুরআন পড়া আরম্ভ করার আগে ইচ্ছাকৃতভাবে আউজুবিল্লাহ না পড়ে তবে তার আল্লাহর আদেশ অমান্য করার গুনাহ তথা কবীরা গুনাহ হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন- সালাত, সিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি আমল থেকে দূরে সরানো শয়তানের কাজ। তবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ। তাই, আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন তবে কুরআন পড়েও কেউ কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। যেটি শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ সেটিই সবচেয়ে বড় গুনাহ। তাই, মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

ইসলামে গুনাহর কাজে সহায়তা করা গুনাহ। তাই, এ আয়াতের আলোকে কুরআনের পঠন পদ্ধতির বিভিন্ন সুরের সিদ্ধতার অবস্থান হলো-

- **প্রচলিত সুর তথা গানের সুর**

  অর্থ না জেনেও প্রচলিত সুর তথা গানের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করা যায়। অর্থাৎ পড়ার এ পদ্ধতিতে মানুষ কুরআন পড়ার পরও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকে। তাই বলা যায়- এ সুরে কুরআন পড়লে শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজটি সফল হবে। আর তাই এ সুরে কুরআন পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

- **আবৃত্তির সুর**

  এ সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে হলে অর্থ বুঝতে হয়। অন্যদিকে এ সুরে মনের আবেগেরও যথাযথ পরিবর্তন হয়। তাই বলা যায়- এ সুরে কুরআন

পড়লে শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজটি ব্যর্থ হবে। আর তাই এ আয়াত অনুযায়ী আবৃত্তি করেই কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

তথ্য-৬

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاً .

অনুবাদ: আর কুরআন রতল করো তারতিল সহকারে।

(মুয্যাম্মিল/৭৩ : ৪)

ব্যাখ্যা: রতল এবং তারতীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- যথাযথভাবে আবৃত্তির সুরে পড়া। তাই, আয়াতখানিতে কুরআনকে যথাযথভাবে আবৃত্তির সুরে পড়তে বলা হয়েছে। আর তাই আয়াতখানি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতি হবে- আবৃত্তির সুরে তথা যথাযথ ভাব প্রকাশ করে তিলাওয়াত করা।

তথ্য-৭

وَاتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ .

অনুবাদ: আর তুমি তোমার প্রতি ওহী হিসেবে প্রেরিত তোমার প্রতিপালকের কিতাব থেকে তিলাওয়াত করো।

(কাহাফ/১৮ : ২৭)

ব্যাখ্যা: তিলাওয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আবৃত্তি/ভাব প্রকাশ করে পড়া। তাই, আয়াতখানিতে কুরআনকে ভাবপ্রকাশ করে পড়তে বলা হয়েছে। আর তাই আয়াতখানি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতি হবে- আবৃত্তি তথা ভাব প্রকাশ করে পড়া।

তথ্য-৮

فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ .....

অনুবাদ: সুতরাং তোমরা (সালাতে) কুরআন থেকে ততটুকু قَرَأَ করো যতটুকু সহজসাধ্য হয়।

(মুয্যাম্মিল/৭৩ : ২০)

ব্যাখ্যা: قَرَأَ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করা। তাই, আয়াতখানিতে কুরআনকে বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করতে বলা হয়েছে। আর তাই আয়াতখানি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতি হবে- বক্তৃতার ঢঙে আবৃত্তি করে পড়া।

তথ্য-৯

لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَاِذَاقَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَابَيَانَه.

অনুবাদ: (হে নবী) তোমার জিহবাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি তখন আপনি এর পঠন (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করুন। অতঃপর এর ব্যাখ্যার দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদের।

(কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

ব্যাখ্যা: কুরআন নাযিলের সময় প্রথম দিকে রাসূল (স.) স্বাভাবিক মানবীয় কারণে দু'টো কাজ করতেন-

১. ভুলে যাওয়ার ভয়ে জিব্রাইল (আ.)-এর নিকট থেকে আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নেয়ার জন্যে বারবার পড়তেন

২. নতুন যে শব্দটি শুনতেন তার সঠিক তাৎপর্য তাড়াতাড়ি বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতেন।

রাসূল (স.)এর এই প্রবণতার প্রেক্ষিতে এখানে তাঁকে তিনটি কথা জানানো হয়েছে-

১. কুরআনের আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা তাড়াতাড়ি মুখস্থ করে নেয়া বা তার সঠিক তাৎপর্য বুঝে নেয়ার জন্যে ব্যস্ত না হতে

২. কুরআনের আয়াতকে মুখস্থ করিয়ে দেয়া এবং তার সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর

৩. যখন জিব্রাইল (আ.) কুরআন পড়েন তখন মনোযোগ সহকারে তাঁর পঠন পদ্ধতির দিকে খেয়াল রাখতে।

বক্তব্যের ধরন পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়- এ আয়াত কয়টির মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাসূল (স.) কে সামনে রেখে সকল মুসলিমকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, মুখস্থ করা ও ব্যাখ্যা বুঝার ন্যায় কুরআনের পঠন পদ্ধতিটিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ- পঠন পদ্ধতি সঠিক না হলে সেই পড়া দ্বারা সঠিক অর্থ প্রকাশ পাবে না এবং মনের ভাবেরও কাঙ্খিত পরিবর্তন হবে না।

জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতি কী ছিল তা কুরআনে সরাসরিভাবে উল্লেখ নেই। তবে হাদীস শরীফে সে ব্যাপারে সরাসরি তথ্য আছে (পরে আসছে)। সে হাদীসে জিব্রাইল (আ.)-এর কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে কুরআনে উল্লিখিত শব্দ

তিনটি (কিরাআত, তিলাওয়াত এবং রতল) থেকে ভিন্নতর। কিন্তু সে শব্দটিরও আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আবৃত্তি করা। অর্থাৎ ভাব প্রকাশ করে পড়া। তাই আয়াতখানির ব্যাখ্যার ব্যাপারে হাদীসের সাহায্য নিলে কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে যে তথ্য বের হয়ে আসে, সেটিও হচ্ছে আবৃত্তি করা বা ভাব প্রকাশ করে পড়া।

তথ্য-১০

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

অনুবাদ: হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো।

(হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার পেছনে থাকা একটি মূল কারণ জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সে কারণটি হলো- এক দেশ বা এলাকার মানুষ অপর দেশ বা এলাকার মানুষদের সহজে চিনতে পারা। বাংলাদেশের ঢাকা, খুলনা, সিলেট, চট্টগ্রাম ইত্যাদি এলাকার লোকেরা যদি একই উচ্চারণে কথা বলে তবে তারা কে কোন এলাকার তা অবশ্যই চেনা যাবে না। তাই, একটি বিশেষ এলাকার আরবী উচ্চারণে সারা বিশ্ব, সকল আরব দেশ বা একটি আরব দেশের সকল এলাকার মানুষের কুরআন পড়া এ আয়াতের বক্তব্যের শিক্ষার বিপরীত।

তাই, প্রচলিত উচ্চারণে (কুরাইশী উচ্চারণ) সারা বিশ্ব, সকল আরব দেশ বা একটি আরব দেশের সকল এলাকার মানুষের কুরআন পড়া এ আয়াতের শিক্ষার বিপরীত। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ বা এলাকার মানুষদের কুরআন তিলাওয়াতের উচ্চারণে কিছু পার্থক্য থাকা ইসলাম সিদ্ধ। অন্যদিকে কুরআনের আরবী আয়াতের লিখিত রূপের পরিবর্তন হতে দিবেন না বলে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা হিজরের ৯নং আয়াতের মাধ্যমে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা: উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়-

১. কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে

২. একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে কুরআন পড়ার পদ্ধতি কুরআন বিরুদ্ধ পদ্ধতি।

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা (পৃষ্ঠা নং ২৪) অনুযায়ী কোনো বিষয় সম্পর্কে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। উপরে আলোচ্য বিষয়ে কুরআনের তথ্য পর্যালোচনা করে স্পষ্টভাবে জানা গেছে যে- আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায়ই হবে কুরআনের পঠন পদ্ধতির বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- কুরআন পড়তে হবে যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে তথা আবৃত্তি করে।

কুরআনের পঠন পদ্ধতির ব্যাপারে হাদীসের তথ্য

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense ও কুরআনের তথ্যের আলোকে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তবে ঐ বিষয়ে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলে। এ কথার অর্থ এটি নয় যে ইসলাম জানার জন্য হাদীস জানার প্রয়োজন নেই। ইসলাম পরিপূর্ণভাবে জানতে ও মানতে হলে অবশ্যই হাদীস জানতে ও মানতে হবে। কিন্তু কোনো বিষয়ে Common sense ও কুরআনের আলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেলে ঐ বিষয়ে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলার কারণ হলো-

- যে বিষয় কুরআনে আছে সে বিষয়ের অনুরূপ বা ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য হাদীসে অবশ্যই থাকবে। কারণ, আল কুরআনের সূরা নাহলের ১৬ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (স.) এর দায়িত্বই ছিল কুরআনকে কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া।
- অন্যদিকে কুরআনের তথ্যের বিপরীত কথা কখনই রাসূল (স.) এর কথা হতে পারে না। এ কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সুরা হাক্কার ৪৪ নং আয়াতে।

তবুও মনের প্রশান্তির জন্য চলুন এখন দেখা যাক, আল কুরআনের পঠন পদ্ধতির বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী আমরা ইতোমধ্যে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি তার অনুরূপ বা সম্পূরক কি কথা রাসূল (স.) বলেছেন।

হাদীস-১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ.

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুসা বিন ইসমাঈল থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, দানের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স.) ছিলেন মানুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরাজদিল। আর তাঁর এই দরাজদিল রমাদানে সর্বাপেক্ষা বেড়ে যেত। রমাদানের প্রত্যেক রাতেই জিবরাঈল (আ.) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে কুরআন عرض করে শুনাতেন। যখন তাঁর সঙ্গে জিবরাঈল (আ.) সাক্ষাৎ করতেন, তখন তাঁর দান, বর্ষণকারী বাতাস অপেক্ষাও বেড়ে যেত।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।
- সহীহুল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, كِتَابُ الصَّوْمِ (সাওম অধ্যায়), بَابٌ: أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ (রাসূলুল্লাহ (স.) রমযানে সবচেয়ে বেশি দান করতেন পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৯০২, পৃ. ২২৭।

হাদীস-১.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ

مَرَّتَيْنِ فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي العَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ»

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি খালেদ বিন ইয়াজিদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর নিকট প্রত্যেক বছর (রমাদানে) কুরআন একবার عَرَضَ করা হত। কিন্তু যে বছর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বছর عَرَضَ করা হয় দু'বার। তিনি প্রত্যেক বছর এ'তেকাফ করতেন ১০ দিন। কিন্তু ইন্তেকালের বছর এ'তেকাফ করেন ২০ দিন।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।
- সহীহুল বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (জিব্‌রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৪৯৯৮, পৃ. ৬২১।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীসদু'খানি থেকে জানা যায়- প্রত্যেক রমাদানে রাসূল (স.) জিব্রাইল (আ.)কে কুরআন পড়ে শুনাতেন এবং জিব্রাইল (আ.)ও রাসূল (স.)কে কুরআন পড়ে শুনাতেন। আর যে বছর রাসূল (স.) এন্তেকাল করেন সে বছর তাকে দু'বার পাঠ করে শুনানো হয়। হাদীস দু'খানিতে জিব্রাইল (আ.), রাসূল (স.)কে এবং রাসূল (স.), জিব্রাইল (আ.)কে, যে পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআন শুনাতেন তা জানাতে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো- عَرَضَ। আল কুরআনে, কুরআনের পঠন পদ্ধতি জানাতে যে শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে এটি তা থেকে ভিন্ন।

Milton Cowan সম্পাদিত মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়্যাহ আল মুয়াসিরাহ (A Dictionary of Modern Written Arabic) অভিধানে আরজ عَرَضَ শব্দটির যে অর্থগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো-

- Presentation- উপস্থাপন করা, পেশ করা, কাউকে দিয়ে অভিনয় করানো
- Demonstration- আবেগ অনুভূতি খোলাখুলি প্রকাশ করে এমনভাবে উপস্থাপন করা, আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ্য অভিব্যক্তি সম্বলিত উপস্থাপনা, আবেগোচ্ছ্বাস উপস্থাপনা, সোচ্চার উপস্থাপনা

- Staging- নাটক মঞ্চায়ন করার রীতি
- Showing- প্রদর্শন করা, ফুটিয়ে তোলা
- Performance- মঞ্চাভিনয়
- Display- প্রদর্শন করা
- Exposition- ব্যাখ্যাকরণ
- Exhibition- প্রদর্শনী।

তাহলে, عَرَضَ শব্দটির আরবী ভাষাগত অর্থ হলো ভাব প্রকাশ করে পড়া বা আবৃত্তি করা। তাই, এ দু'খানি হাদীস থেকে জানা যায় যে- জিব্রাইল (আ.) আল্লাহর আদেশে রাসূল (স.)-কে যে পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআন পাঠ করে শুনাতেন তা হলো যেখানে যে ভাব আছে সে ভাব প্রকাশ করে পড়া তথা আবৃত্তি করে পড়া।

হাদীস- ২.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ»

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবারাহীম বিন হামযাহ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ কোনো জিনিসকে অতটা পছন্দ করেন না, যতটা পছন্দ করেন কোনো নবীর উত্তম **স্বরে** শব্দ করে কুরআন পড়াকে।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহুল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, كِتَابُ التَّوْحِيدِ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المَاهِرُ بِالقُرْآنِ مَعَ الكِرَامِ البَرَرَةِ وَزَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "» (ঈমান অধ্যায়), (রাসূল সা.-এর বাণী: **'**কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি জান্নাতে সন্মানিত পূত-পবিত্র কাতিব ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। অতএব, তোমাদের (সুললিত) কণ্ঠ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করো**'** পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৭৫৪৪, পৃ. ৮৯৭।

হাদীস নং- ২.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَارِمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا.

অনুবাদ: *ইমাম দারেমী (রহ.) বারা ইবনে আযেব (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বকর (রা.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে উত্তম স্বরে পড়ো, কারণ সুন্দর স্বর কুরআনের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দেয়।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সুনানে দারেমী, ইমাম দারেমী (রহ.), দ্বিতীয় খণ্ড, وَمِنْ كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (ফাজায়েলে কুরআন অধ্যায়), بَابُ: التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ, (সুরেলা কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩৫০১, পৃ. ৫৩৬

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস দু'খানি হতে জানা যায়-

- উত্তম স্বরে কুরআন পড়া আল্লাহ তা'য়ালার সবচেয়ে বেশি পছন্দের বিষয়। অর্থাৎ এটি কুরআনের পঠন পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
- 'উত্তম স্বর' কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত এবং কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

তাই হাদীস দু'খানি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে 'উত্তম স্বর' বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। 'স্বর' বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ হলো- **উচ্চারণ** ও **ভাব প্রকাশ**। এর মধ্যে ভাব প্রকাশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সঠিক ভাব প্রকাশ না হলে, উচ্চারণ সঠিক হলেও অর্থ পাল্টে যায়। আর ভাব প্রকাশ সঠিক হলে, উচ্চারণ ভুল হলেও অর্থ বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। সুতরাং হাদীসখানি অনুযায়ী কুরআনের পঠন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। আর এ দুটির মধ্যে সঠিক ভাব প্রকাশের গুরুত্ব বহুগুণে বেশি।

হাদীস-৩.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ»، وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ.

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইয়াহইয়া বিন বুকাইর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- নবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ের প্রতি ঐরূপ কান পেতে শুনেন না যত না শুনেন নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। রাবী বলেন- এর অর্থ (সুস্পষ্ট করে) আওয়াজের সঙ্গে কুরআন পাঠ করা।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ আল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, ২০১৩ খ্রি.), كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ (যার জন্য কুরআন যথেষ্ট নয় পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৫০২৩, পৃ. ৬২৪।

হাদীস-৩.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইসহাক থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন- আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, সে আমাদের দলের নয় যে সুর করে কুরআন পড়ে না।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সহীহ আল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، إِنَّهُ كِتَابُ التَّوْحِيدِ (তাওহীদ অধ্যায়), عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ} [الملك:] (আল্লাহ্‌র বাণীঃ তোমরা তোমাদের কথা চুপেচাপেই বল আর উচ্চৈঃস্বরেই বল, তিনি (মানুষের) অন্তরের গোপন কথা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন না? তিনি অতি সূক্ষদর্শী, ওয়াকিফহাল।(সূরা আল-মূল্‌ক ৬৭/১৩-১৪ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৭৫২৭, পৃ. ৮৯৫।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস দু'টো থেকে সহজে বুঝা যায়- মহান আল্লাহ এবং রাসূল (স.), কুরআনকে সুর করে পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। ৩.১নং হাদীসখানিতে রাবী আবু হুরায়রা (রা.) সুর করে কুরআন পড়া বলতে যা বোঝানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তা হলো- সুস্পষ্ট আওয়াজের সঙ্গে কুরআন পাঠ করা। অর্থাৎ সুস্পষ্ট স্বরে কুরআন পাঠ করা।

গানের সুরে- স্বরের চেয়ে সুরের গুরুত্ব অধিক। আর আবৃত্তির সুরে- সুরের চেয়ে স্বরের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই, হাদীস দু'খানিতে কুরআনকে- সুস্পষ্ট করে ভাব প্রকাশসহ তথা আবৃত্তির সুরে পড়তে বলা হয়েছে, ভাব প্রকাশ ব্যতীত সুর করে তথা গানের সুরে নয়।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كِتَابِهِ 'شُعَبُ الْإِيْمَانِ' أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حدثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ، وَكَانَ قَدِيمًا يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ

بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ.

অনুবাদ: *ইমাম বায়হাকী (রহ.) হুজায়ফা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন বিন ফজল আল-কাত্তান থেকে শুনে তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন-* হুজায়ফা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- কুরআন পড়ো আরবদের সুর ও স্বরে এবং দূরে থাকো গুনাহগার (ফাসিক) ও আহলে কিতাবদের সুর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান, সন্ন্যাসী ও বিলাপকারীদের সুর ধরবে, কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের মন হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- ইমাম বায়হাকী, 'শু'আবুল ঈমান', فصل في فضائل السور والآيات (সূরা ও আয়াতের ফজিলত অধ্যায়), فصل في ترك التعمق في القرآن (কুরআনের বিষয়ে গভীরতা অর্জন ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৪৯, পৃ. ১০২৬।

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা:

'কুরআন পড়ো আরবদের সুর ও স্বরে' অংশের ব্যাখ্যা: স্বর বলতে বুঝায় উচ্চারণ ও ভাব প্রকাশ। তাই, হাদীসখানির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- কুরআনকে পড়তে হবে আরবদের মতো উচ্চারণ, ভাব প্রকাশ করে আবৃত্তির সুরে।

'দূরে থাকো গুনাহগার (ফাসিক) ও আহলে কিতাবদের সুর হতে' অংশের ব্যাখ্যা: এ কথার মাধ্যমে গুনাহগার ব্যক্তিগণ ও আহলে কিতাবদের সুর অনুসরণ করে কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সে সুর কী, তা এ কথা থেকে সরাসরি জানা যায় না।

'শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান, সন্ন্যাসী ও বিলাপকারীদের সুর ধরবে, কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না' অংশের ব্যাখ্যা: কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না কথাটির অর্থ- বুঝতে না পারা। তাই, হাদীসখানির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- রাসূল (স.)-এর এন্তেকালের কিছু দিনের মধ্যে এমনসব লোকদের আবির্ভাব হবে যারা কুরআন পড়বে এমন পদ্ধতিতে যার বৈশিষ্ট্য হবে-

১. সে পদ্ধতির সুর হবে- গান, সন্ন্যাসী ও বিলাপকারীদের সুরের অনুরূপ
২. সে পদ্ধতিতে অর্থ না বুঝেও কুরআন পড়া যাবে।

পদ্ধতিটির প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে সরাসরি গানের সুর বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটিও গানের সুরের বৈশিষ্ট্য। কারণ, গানের সুরই শুধু অর্থ না বুঝে প্রয়োগ করা যায়।

‘তাদের মন হবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে’ অংশের ব্যাখ্যা: দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা অতিবড় গুনাহগার ব্যক্তি। তাই, হাদীসখানির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যারা গানের সুরে কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে তারা অতিবড় গুনাহগার ব্যক্তি।

হাদীসখানির সার্বিক শিক্ষা-

১. কুরআন গানের সুর তথা প্রচলিত সুরে পড়া নিষেধ
২. কুরআন পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে
৩. যারা গানের সুরে কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে তারা বড় গুনাহগার ব্যক্তি।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاودَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا: {أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين:]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، وَمَنْ قَرَأَ: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَانْتَهَى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٠]، فَلْيَقُلْ: بَلَى، وَمَنْ قَرَأَ: وَالْمُرْسَلَاتِ، فَبَلَغَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: ٠]، فَلْيَقُلْ: آمَنَّا بِاللَّهِ "

অনুবাদ: *ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ সূরা তীন পড়ার সময় এই পর্যন্ত পৌঁছে أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (আল্লাহ কি আহ্‌কামুল হাকেমীন নন?) তখন সে যেন বলে وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (নিশ্চয়ই আমিও এর সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে আছি) এবং যখন لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ পড়ে আর এ পর্যন্ত أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (তিনি কি মৃতকে

জীবিত করতে সক্ষম নন?) তখন সে যেন বলে, بَلَى নিশ্চয়। আর যখন সে সূরা মুরছালাত পড়ে এবং এ পর্যন্ত পৌঁছে فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ তখন সে যেন বলে, آمَنَّا بِاللَّهِ আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- রাসূল (স.), কুরআনের একটি আয়াত পড়ার পর সাহাবীগণকে তার উত্তর দিতে বলেছেন এবং কি উত্তর দিতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। উত্তরগুলো পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়- ঐ ধরনের উত্তর শুধু তখনই হয় যখন আয়াতগুলোকে ভাব প্রকাশ করে পড়া হয়। অর্থাৎ আবৃত্তি করা হয় বা আবৃত্তির সুরে পড়া হয়। তাই এ হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সুনানু আবী দাউদ, আবূ দাউদ সুলায়মান বিন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানী, بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (রুকু সেজদার অধ্যায় বিন্যস্তকরণ অধ্যায়), بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (রুকু ও সেজদার পরিমাণ পরিচ্ছদ), হাদীস নং ৮৮৭, পৃ. ১৫২।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا، فَقَالَ: "لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الجِنِّ لَيْلَةَ الجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} [الرحمن:] قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الحَمْدُ"

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.) জাবের (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন ওয়াকেদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-* জাবের (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবীদের নিকট পৌঁছলেন এবং সূরা আর রাহমান শুরু হতে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। সাহাবীগণ শুনে চুপ রইলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি এটা লাইলাতুল জিনে' (জিনের রাত্রে) জিনদের নিকট পড়েছি। তারা তোমাদের অপেক্ষা এর ভালো উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই

‘তোমাদের প্রভুর কোন্ নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করতে পার?’ পর্যন্ত পৌঁছেছি তখনই তারা বলে উঠেছে: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (প্রভু হে! আমরা তোমার কোনো নেয়ামতকেই অস্বীকার করি না। তোমারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা)।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- *সুনানুত তিরমিযী,* আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (কুরআনের তাফসীর অধ্যায়), بَابٌ: وَمِنْ سُورَةِ الرَّحْمَنِ (সূরা রহমান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৩২৯১, পৃ. ৫৭৯।

ব্যাখ্যা: ৫নং হাদীসখানির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসখানির আলোকেও বলা যায়- কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوِدَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ سُنَنِهِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُسْتَوْرِدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ»، وَفِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى»، وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ.

অনুবাদ: *ইমাম আবু দাউদ (রহ.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আয-যুহরী থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হুজাইফা (রা.) বলেন, তিনি নবী করিম (স.)-এর সঙ্গে সালাত পড়েছেন। তিনি রুকুতে গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ পড়তেন এবং সিজদায় গেলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়তেন। যখন তিনি আল্লাহর রহমতসূচক কোনো আয়াতে পৌঁছতেন, তখনই অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে রহমত প্রার্থনা করতেন। এরূপে যখনই তিনি আযাবের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন পড়া বন্ধ করে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন।

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- সুনানু আবী দাউদ, আবূ দাউদ সুলায়মান বিন আল-আশ'আস আস-সিজিস্তানী, بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (রুকু সেজদার অধ্যায় বিন্যস্তকরণ

অধ্যায়), بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ (রুকু ও সেজদায় একজন নামাজী কী পাঠ করবে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৮৭১, পৃ. ১৫০।

ব্যাখ্যা: এটি একটি ফে'য়লি (রাসূল স.-এর কর্মবিষয়ক) হাদীস। ৫নং হাদীসখানির ন্যায় ব্যাখ্যা করে এ হাদীসখানির আলোকেও বলা যায়- কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে। তাই এ ফে'য়লী হাদীসখানির আলোকেও বলা যায়- কুরআনকে আবৃত্তি করে পড়তে হবে।

হাদীস-৮.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ».

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.) ইবনে আব্বাস (.রা)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সাঈদ বিন উফাইর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেন- জিব্রাইল (আ:) আমাকে এক আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়িয়েছেন। এরপর আমি তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং বার বার ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণে পাঠ করার জন্য ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য তিলাওয়াতের পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত আঞ্চলিক ভাষায় তিলাওয়াত করে পাঠ সমাপ্ত করলেন।

হাদীসটির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৪৯৯১, পৃ. ৬২০।

হাদীস- ৮.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ القَارِيَّ، حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: كَذَبْتَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ، فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ يَا هِشَامُ» فَقَرَأَ عَلَيْهِ القِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ: «اقْرَأْ يَا عُمَرُ» فَقَرَأْتُ القِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.)* উমর ইবনু খাত্তাব (রা:)*-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি সাঈদ বিন উফাইর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-*
উমর ইবনু খাত্তাব (রা:) বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবনু হাকীম (রা:) কে রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার কিরাত শুনেছি। তিনি অতিরিক্ত (ভিন্ন) আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পাঠ করছিলেন; অথচ রাসূল (স.) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারনে সালাত -এর মাঝে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাঁদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এ সূরা যে ভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বললো, রাসূল (স.)-ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছো। কারন, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূল (স.) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূল (স.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূল (স.) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হিশাম! তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনাল, যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এভাবেই নাযিল করা হয়েছে।

এরপর বললেন, হে উমর! তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবেই আমি পাঠ করলাম। এবারও রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ করো।

হাদীসটির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ
- আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, كِتَابُ بَابُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ (কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৪৯৯২, পৃ. ৬২০।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: হাদীস দু'খানির আলোকে সহজে বলা যায়-

১. জিবরীল (আ.) সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে রাসূল (স.)-কে শুনিয়েছেন

২. রাসূল (স.) সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করে সাহাবায়েকিরামগণকে শুনিয়েছেন

৩. সাহাবীগণ সাত আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করেছেন।

তাই এ তিনখানি হাদীস অনুযায়ী বলা যায়- সাতটি আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পড়া সিদ্ধ।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: «كَانَتْ مَدًّا»، ثُمَّ قَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة:] يَمُدُّ بِبِسْمِ اللَّهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ.

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি আমর বিন আসেম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ আল বুখারী' গ্রন্থে লিখেছেন-* সনদের ২য় ব্যক্তি, তাবেয়ী কাতাদাহ (রহ.) বলেন, আনাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলো- রসূলুল্লাহ (স.)-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিল? তিনি বললেন, সেখানে মদ (টান) ছিল। অতপর আনাস (রা.) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়লেন (এবং) টানলেন বিসমিল্লাহতে, রহমানে এবং রাহীমে।

হাদীসখানির সনদ, মতন ও অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।
- সহীহ আল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَدِّ الْقِرَاءَةِ ('মাদ' সহকারে কিরাআত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৫০৪৬, পৃ. ৬২৬।

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, রাসূল (স.) কুরআন পড়ার সময় মদ্দের অক্ষরের বা চিহ্নের স্থানে টেনে পড়তেন। কিন্তু সেই টানের সময়ের একক (Unit) কী হবে, তা তিনি কখনও বলেননি। তাই কুরআন তেলাওয়াতে টান দেয়ার সময় টানের একক হিসেবে যার যা ইচ্ছা ধরতে পারে। কিন্তু টানের পরিমাণ বাড়ানোর সময় ঐ এককের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

টানের ক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় হলো-

১. তিন বা চার আলিফ টান শুধুমাত্র কুরআনের তেলাওয়াতকে শ্রুতিমধুর করার জন্য। এতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না
২. এক আলিফ টানে কখনও কখনও অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়
৩. তিন বা চার আলিফ টানের মাত্রা যেন এতো বেশি না হয় যে তা গানের সুরে পরিনত না হয়।

উপ পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের সম্মিলিত শিক্ষা: উপ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়-

১. কুরআনকে পড়তে হবে আবৃত্তির সুরে। অর্থাৎ যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে সুর করে
২. একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে কুরআন পড়া ইসলাম বিরুদ্ধ পদ্ধতি।
৩. সাতটি আরবী আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত করা সিদ্ধ।

কুরআনকে আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতি চালু হলে যে সকল কল্যাণ হবে

চলুন এখন পর্যালোচনা করা যাক, বর্তমান মুসলিম জাতি যদি কুরআনকে একই ভঙ্গিতে সুর করে তথা গানের সুরে পড়া ছেড়ে দিয়ে আবৃত্তির সুর তথা যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে পড়া আরম্ভ করে তবে যে কল্যাণ হবে।

কল্যাণ-১

ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজটা ব্যর্থ হবে। কারণ ইবলিস শয়তানের ১ নং কাজ হচ্ছে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। আর শয়তানের এ কাজে কৃতকার্য হওয়ার জন্যে- মুসলিমরা কুরআন না পড়ুক, এটা চাওয়া থেকেও তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো- মুসলিমদের কুরআন পড়ার পদ্ধতি এমন হওয়া যাতে অর্থ না বুঝে তারা তা অনুসরণ করতে পারে। কারণ তাতে পাঠক কুরআন পড়ে সন্তুষ্ট থাকবে কিন্তু সে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। ফলে তাকে ধোঁকা দেয়া শয়তানের জন্য সহজ হবে। একই ভঙ্গিতে সুর করে পড়ার পদ্ধতিটি হচ্ছে এমন যে, অর্থ না বুঝলেও তা অনুসরণ করা যায়। কিন্তু আবৃত্তির সুরে পড়ার পদ্ধতিটি অর্থ না বুঝলে অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

কল্যাণ-২

কুরআন যিনি পড়বেন এবং যিনি শুনবেন উভয়েরই ঈমান বেড়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো- চেম্বারের দিনে মাগরিবের সালাতে সাধারণত আমি ইমামতি করি। সালাতে কুরআন তেলাওয়াতের সময় আমি আবৃত্তি করে তথা যেখানে যে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে সে ভাব প্রকাশ করে তেলাওয়াত করি। সালাত শেষে অনেক মুসল্লি আমাকে বলেছেন 'আজ জীবন্ত কুরআন শুনলাম'। সুবহানাল্লাহ।

কল্যাণ-৩

সমাজে কুরআনের জ্ঞানী লোকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। ফলে যে কথা কুরআন বিরোধী বা যে কথা কুরআনে নেই সে কথাকে ইসলামের কথা বা ইসলামের মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) কথা বলে ঐ লোকদেরকে গ্রহণ করনো যাবে না। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায় (গবেষণা সিরিজ-৮)' নামক বইটিতে। আর ইসলামের প্রথমস্তরের মূল বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে পারলে অনেক সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার লোকও খাঁটি মুসলিম হয়ে যাবে।

আল কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া সিদ্ধ হবে কিনা

বর্তমানে আল কুরআনে যতি চিহ্ন (ভাব প্রকাশের চিহ্ন) নাই। আল কুরআনে যতি চিহ্ন দেয়া উচিত বা বৈধ হবে কিনা, সে ব্যাপারে কিছু আলোচনা না করলে লেখাটি অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। বিষয়টির ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হলে প্রথমে আল-কুরআন সংকলনের ইতিহাসটি জানা দরকার।

কুরআনের একটি আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাসূল (স.)-এর কাতেবগণ (লেখকগণ) তা খেজুর পাতা, হাড়, পাথর খণ্ড, চামড়া ইত্যাদির ওপর লিখে নিতেন এবং সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে নিতেন। এভাবে রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় পুরো কুরআন বিচ্ছিন্নভাবে লিখে রাখা হয়েছিলো এবং তা মুখস্থও করে রাখা ছিলো।

রাসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর কয়েকটি যুদ্ধে অনেক কুরআনে হাফিজ শহীদ হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) প্রথমে চিন্তা করেন যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্যে শুধুমাত্র হাফিজদের উপর নির্ভর করে না থেকে তা সংকলিত আকারে কাগজের পাতায় লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকাও দরকার। বিষয়টি তিনি তদানীন্তন খলিফা হজরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট উপস্থাপন করলে চিন্তা-ভাবনা করে তিনিও এ বিষয়ে সম্মত হন এবং রাসূল (স.)-এর কাতেব যায়েদ (রা.)কে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেন। যায়েদ (রা.) কুরআনের লিখে রাখা বিচ্ছিন্ন অংশ, হাফিজ সাহাবীদের মুখস্থ করে রাখা কুরআন এবং অন্য সাহাবীদের মুখস্থ থাকা কুরআনের অংশের সাহায্য নিয়ে, নির্ভুলতার ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত হয়ে পুরো কুরআন কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। সে কুরআনখানি হজরত হাফসা (রা.)-এর দায়িত্বে রেখে দেয়া হয়।

কুরাইশরা যে আরবীতে কথা বলত কুরআন নাযিল হয় সেই আরবীতে এবং হযরত যায়েদ (রা.) যে কুরআনটি প্রথম লিখেন, সেটাও কুরাইশী আরবীতে লেখা হয়। এরপর হযরত উসমান (রা.) প্রথম কুরআনটির একাধিক অনুলিপি করে সকল স্থানে পাঠিয়ে দেন। সেই কুরআনের অনুলিপিই আজ সারা বিশ্বে বর্তমান রয়েছে।

প্রথমে কুরআনে কোনো হরকত অর্থাৎ নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি ছিল না। আরব ভাষাভাষীদের তাতে কুরআন পড়তে অসুবিধা হত না। কিন্তু অনারব মুসলিমদের হরকত না থাকায় কুরআন পড়তে অসুবিধা হতে থাকে এবং এ কারণে ভুল পড়ার জন্যে আবার কুরআনের অর্থের কিছু পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর তাই কুরআনে হরকত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেন বসরার (ইরাক) গভর্নর জিয়াদ, যিনি ৪৫ থেকে ৫৬ হিজরী পর্যন্ত গভর্নর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের আমলে (৬৫-

৮৬ হিজরী) ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ঐ হরকত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং বর্তমানে সকল কুরআন ঐ হরকত দিয়েই লেখা হয়।

কুরআন সংকলনের এই ইতিহাস থেকে জানা যায়, রাসূল (স.)-এর যুগে না থাকা সত্ত্বেও জাতির কল্যাণের কথা খেয়াল করে অর্থাৎ অনারবদের উচ্চারণগত ত্রুটির কারণে কুরআনের অর্থের পরিবর্তন রোধে আল কুরআনে নোকতা, জের, জবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে এবং জাতি তা বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে।

পূর্বে উপস্থাপিত তথ্যসমূহের মাধ্যমে আমরা জেনেছি, কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense এর রায় অনুযায়ী কুরআনকে পড়তে হবে যথাযথ ভাব প্রকাশসহ সুর করে অর্থাৎ আবৃত্তির সুরে। আর এভাবে কুরআন পড়তে হবে সঠিক অর্থ প্রকাশ পাওয়া ও যথাযথভাবে মনের ভাবের পরিবর্তন হওয়ার জন্যে। অনারব মুসলিমদের যথাযথ ভাব প্রকাশ করে কুরআন পড়া অনেক সহজ হবে যদি প্রতিটি আয়াতের শেষে যথাযথ ভাব প্রকাশকারী যতি চিহ্ন দেয়া হয়। তাই, কুরআনে হরকত দেয়ার কাজটির ন্যায়, জাতির প্রভূত কল্যাণের জন্যেই ভবিষ্যতে কুরআনে প্রতিটি আয়াতের শেষে যথাযথ যতি চিহ্ন দেয়া বিশেষভাবে জরুরি বলে আমরা মনে করি।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে নিজস্ব কোনো মত আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা আমার বিন্দুমাত্র নেই। আর ইসলামের কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মত অবস্থানেও আমি নই। আমি শুধু চেষ্টা করেছি, আলোচ্য বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও Common sense এর যে তথ্যগুলো, অনুসন্ধানের সময় আমার সামনে এসেছে, তা সহজভাবে ব্যাখ্যা করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে। আর এটা করতে প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি, পুস্তিকার উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর জাতির প্রতি দরদ আছে এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন না এমন সকল Common sense জাগ্রত থাকা পাঠকের পক্ষে কুরআন কোন্ পদ্ধতিতে পড়তে হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা তেমন কঠিন হবে না।

আর যারা ইসলামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অবস্থানে আছেন তাদের নিকট আমার আকুল আবেদন, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে, বর্তমানের চরম অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে আলোচ্য বিষয়ে নতুন করে দিক-নির্দেশনা দেয়া যায় কিনা তা গভীরভাবে ভেবে দেখুন। কারণ, পরকালে আমার

থেকে তাদেরকেই মহান আল্লাহর নিকট বেশি জবাবদিহি করতে হবে বলে আমার মনে হয়।

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এবং সঠিক তথ্যকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক ও মনোবল দান করুন। আমিন, সুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?
৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষের শেষ ভাষণ (বিদায় হজ্বের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৫টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৬. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
  ১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

- ❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
  মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- ❑ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স**, বাংলাবাজার, ঢাকা
  মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
  মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
- ❑ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার,
  মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
- ❑ **কাটাবন বুক কর্ণার,** কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
- ❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
- ❑ **Good World লাইব্রেরী,** ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
  মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
- ❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড ষ্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা:
  ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা,
  মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
  মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী,** হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী,
  মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী,** তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর
  মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ
  মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী,** ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা
  মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯

- ❑ **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল ষ্টোর**, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্,** ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **ফয়েজ বুকস্,** শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- ❑ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মো: ০১৮২২১৬৮৯৫১, ০১৮৪০৭৪৭৩০৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী, মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আল বারাকা লাইব্রেরী**, চকবাজার,লক্ষ্মীপুর, মোবাইল: ০১৭১৫৪১৫৮৯৪
- ❑ **তাজমহল লাইব্রেরী**, জে.এম সেনগুপ্ত রোড, (কালিবাড়ী মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে), চাঁদপুর মোবাইল: ০১৭১৫৮৯৬৮২২, ০১৯৭৯৮৩৪৭০৮

খুলনা

- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর, মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- ❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ, মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- ❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
- ❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

- ❑ **বুক হিল,** রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
- ❑ আল আমিন লাইব্রেরী, ২/৩ কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট মোবা: ০১৭১০৮৯০১৮২।
- ❑ বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ৪৬,৪৭ রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট মোবা: ০১৩০৫৮১৩১১৬।
- ❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
- ❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড ষ্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮।
- ❑ রহমানিয়া লাইবেরী, নতুন পৌরসভা রোড, হবিগঞ্জ, মোবা. ০১৭১৬৩২২৯৭৬।
- ❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার, মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০।
- ❑ বইঘর, প্রেস ক্লাব মোড়, মৌলভীবাজার, মোবা. ০১৭১৩৮৬৪২০৮।

রাজশাহী

- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- ❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- ❑ **আল হামরা লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১২৮৩৩৫৭৩
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর, মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- ❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২
- ❑ **মিতা প্রকাশনী,** শাহী মসজিদের পার্শ্বে, ষ্টেশন রোড, রংপুর, মোবাইল:০১৭১৬৩০৪৯৬০